রাজাকার বনাম দূর্নীতিবাজ এবং ক্ষুধা, দারিদ্র আর নতুন প্রজন্ম
মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে কোনটির অগ্রাধিকার ?

--শেখ মহিউদ্দিন আহমেদ-

আমার ১৭ বছর বয়সী ছেলে যখন আমাকে জিজ্ঞেস করে বাবা দেশে আজ মানুষের খাবার নেই, বাসস্থান নেই, কাজ নেই, শিক্ষার ও চিকিৎসার গ্যারান্টি নেই, দূর্নীতির লেলিহান শিখার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলছে, মাদকের বিস্তার ঠেকানো সম্ভবপর হচ্ছে না, সেই সময় এই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীর নামে এ কোন খেলা চালু হয়েছে। আর ৫ বছর পর পর স্বাধীনতার ইতিহাস পাল্টানোর খেলা আর কত দিন দেখতে হবে।

আমি কোন উত্তর দিতে পারি নাই। পারি নাই বললে ভুল হবে, যা দিয়েছি তাতে আমিই সন্তুস্ট নই।

হঠাৎ করে একটি মহল মুক্তিযুদ্ধের মত একটি মিমাংসিত বিষয় নিয়ে এই মূহুর্তে ঝাপিয়ে পড়ে ময়দান কাপনোর নামে সরকারের কর্মকান্ডকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার কেন চেস্টা হচ্ছে আর কার স্বার্থেই বা হচ্ছে কোন তহবিল এর পিছে কাজ করছে এটা আজ তলিয়ে দেখা উচিত।

মুক্তিযুদ্ধে একপক্ষ হেরেছে, যার হেরেছে তারা পাকিস্তান রক্ষায় নিজের জনগনকে নির্যাতন করেছে, হত্যা করেছে। তারা সে দেশটিকে রক্ষা করতে পারেনি। বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি জয়ী হয়েছে, আলাদা পতাকা, মানচিত্র আর নিজেদের শাসন নিয়ে আমরা আমাদের জনগন সন্তুস্ট থাকতে চেয়েছে। কিন্তু আমাদের শাসকগন ধীরে ধীরে পাকিস্তান আমলের শাসন ও শোষন আর লুটপাটকেও ছাড়িয়ে গেছে। আমাদের রাজনীতিবিদেরা দেশে কালোবাজার, মাদক সাম্রাজ্য গঠন আর সন্ত্রাসী তৈরীতে মদদ দিয়ে নিজেদের আখের গুছিয়েছে। যাদের পায়ে ছেড়া সেন্ডেল ছিল আজ সেই রাজনীতিবিদদের সম্পদের পরিমান কোটি কোটি টাকার। মাত্র ৩৬ বছর আগে এদের বাপ-দাদার সম্পদের হিসেব করলে আর তাদের অর্থ বিত্ত বানানোর মেশিনটা কি তা পরখ করলেই সব পাওয়া যায়।

প্রত্যেক সময়েই দেখা গেছে আজ যারা গলা ফাটিয়ে ইস্যু বানানোর চেস্টা করেছেন, পত্রিকার পাতা উল্টলেই দেখা যাবে, কোন না কোন সময় এরাই কোন না কোন দূর্নীতিবাজের সহায়ক শক্তি ছিল।

লেখক শেখ মহিউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশে লিবারেল রাজনীতির জনক,
ইন্সটিটিউট অব লিবারেল ডেমোক্রেসী- আই,এল,ডি'র চেয়ারম্যান। বর্তমানে ইউরোপ প্রবাসী ।

আমি মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কিছু বলছি না। স্বাধীনতার স্বাদ আমিও পাচ্ছি কিন্তু কোন মুক্তিযোদ্ধা যদি জাতির বিরুদ্ধে কোন কাজ করেন তাকে যে জামাই আদরে রাখতে হবে, তার বিরুদ্ধে কোন কিছু বলা যাবেনা, আর কেউ একজন রাজাকার ছিল, যুদ্ধের সময়ে গোপনে অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে সাহায্য করেছে আজো দেশের জন্য করেছে, তার পক্ষে বলা যাবে না, আমি এমন দলের লোক নই।

আজ একটা বিষয় পরিস্কার হওয়া উচিত। ৩৭ বছর স্বাধীনতার বয়স। নামধারী মুক্তিযোদ্ধা বাদ দিলে যারা সত্যিকারের যোদ্ধা ছিলেন আর যারা তাদের এদেশীয় প্রতিপক্ষ ছিল তাদের সংখ্যা এখন কমে এসেছে, তাই আমাদের ভেবে দেখতে হবে, আজ কোটি কোটি নতুন প্রজন্মকে আমরা একটি বিভেদের সমাজ উপহার দেব নাকি অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ সাধনের জন্য একটি মেধার ও মননের প্রতিযোগিতামূলক রাস্ট্র উপহার দেবো।

আজ আমরা রাস্ট্র থেকে প্রথমেই দূর্নীতিবাজ উৎখাতের চেস্টা করবো নাকি দূর্নীতিবাজদের টাকায় উৎসাহিত রাজপথ কাপানোর নামে মৃত্যুপথযাত্রী রাজাকারদের হত্যা করে নতুন প্রজন্মকে হিংসা হানাহানির একটি সমাজ উপহার দেবো। আজ মাদক সাম্রাজ্য উৎখাতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করবো নাকি সকরারকে ভিন্নরুটে চলার জন্য আমরা সরকারকে একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক শক্তির মোকাবেলায় পাঠিয়ে দেবো? সরকারের এই রুট পরিবর্তনের প্রয়াসে কারা নেপথ্যে কাজ করছে। তারা কি এদেশের ফেরেশতা? কাজ তহবিল যোগাচ্ছে?

জামায়াতে ইসলামী একটি রাজনৈতিক দল, যারা নির্বাচনে অংশ নিয়েছে, জনগনের ভোট পেয়েছে, সংসদে প্রতিনিধিত্ব করেছে, সরকারে অংশ নিয়েছে। এদের কয়জন রাজাকার? কায়জন আলবদর? ৭১ এর পরে যাদের জন্ম তাদের রাজাকার বলার দু:সাহস কাদের হয়?

যদি জামায়াত করার কারনে তারা খারাপ হয়, তবে দূর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, মাদকব্যবসায়ী, জনগনের টাকা আত্নসাৎকারীদের সাথে যারা আছে, তারা কি আরো খারাপ নয়? যারা চিহ্নিত দূর্নীতিবাজদের ফেরেশতা বানানোর চেস্টা করছেন, তারা কি সমাজের নিকৃস্টতম কিট নয়? কৈ আমাদের সেক্টর কমান্ডারেরা তো ততবারের জন্য চিৎকার দিলেন না, সমাজের দূর্নীতি, মাদক ব্যবসা আর কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে জনগনকে সোচ্চার হওয়ার জন্য। নিজেরা সাহায্য সংগ্রহ করলেন না সিডর আক্রান্তদের জন্য।

আসলে সবই একটি সূত্রে চলে। আমার এ লেখা পড়ে কেউ কেউ ভাবছেন রাজাকার। ভাবুন, কিচ্ছু আসে যায় না। সত্যি চিরদিন অপ্রিয়।

একদিকে গনতন্ত্রের কথা বলবেন আর একদিকে ভিন্ন মানে দাড় করাবেন এটা হয় না। জাতির জানার অধিকার রয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের সময় সে সকল দাগী কয়েদি, চোর ডাকাত বদমাশ জেল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, তারা কোথায় গিয়েছিল? মুক্তিযুদ্ধে তাদের ভূমিকা কি ছিল? একথা সহজ তারা সমাজে অবস্থানরত রাজাকারদের সাথে থাকে নাই। জেলখানার সেই তালিকা বের করে তাদের বংশধরদের চিহ্নিত করা হোক, তাদের পরিত্যাজ্য করা হোক, স্বধীনতার পড়ে যাদের কোটি কোটি টাকা হয়েছে অবৈধভাবে তাদের গনাদালতে বিচার করা হোক, এই দাবী যদি আজ ওঠে? কি হবে তখন। আসলে সমাজকে একটি জলন্ত অগ্নিকুন্ড বানানোর চেস্ট চলছে। এটা প্রজন্মের জন্য সুখকর নয়।

আমরা যেভাবে ঘৃনা করি সকল অপরাজনীতির, জামায়াতের যেকোন অপরাজনীতিকেও একই ভাবে ঘৃনা করি। আমি মনে করি স্বাধীনতার সরাসরি বিরোধীতাকারীদের রাজনীতি থেকে বহিস্কার করা উচিত। কিন্ত গনতান্ত্রিক রাজনীতিতে কোন নির্বাচনে অংশগ্রহনকারী এবং বাংলাদেশের সংবিদানের প্রতি আনুগত্য পোষনকারী কাউকে নিষিদ্ধ করা বেআইনী।

আমার সন্তান চায় স্থিতিশীল সমাজ, বাধাহীন শিক্ষার সুযোগ, নিশ্চিত ভবিষ্যতের গ্যারান্টি, পুলিশী নির্যাতন আর ঘুষ ও দূর্নীতিমুক্ত একটি সমাজ। এ সমাজ আর রাস্ট্র গঠনে যারা অবদান রেখেছেন তাদের সম্মান দেখানো আমাদের এবং নতুন প্রজন্মের নৈতিক দায়িত্ব।

আজ সরকার যখন দূর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত, মাদক ব্যবসায়ীদের ও রাজনৈতিক ফড়িয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাচ্ছে সেই সময় জামায়াতে ইসলামীর মত একটি সুসংগঠিত রাজনৈতিক শক্তিকে সরকারের প্রতিপক্ষ বানিয়ে সরকারকে অন্যদিকে ব্যস্ত রাখার যে খেলা চালু হয়েছে এটা বন্দ হওয়া উচিত। সরকার এট ফাঁদে পা দিলে মুখ থুবড়ে পড়বে সব কিছুই।

কোটি কোটি নতুন প্রজন্ম চায় দূর্নীতিমুক্ত, শোষনমুক্ত, ক্ষুধাহীন বাংলাদেশ নামের একটি কল্যান রাস্ট্র। যে রাস্ট্র নিশ্চিত হবে তার ভবিষ্যত কর্মময় জীবন, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান আর স্বাধীনতা।

আর এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন যদি কয়েক হাজার বয়োবৃদ্ধ রাজাকারের জন্য থেমে থাকে, তবে আসুন আমরা ঝাপিয়ে পড়ি তাদের বিরুদ্ধে, তাদের হত্যা করে নিশ্চিত করি আমাদের

কোটি কোটি নতুন প্রজন্মের ভবিষ্যত। সরকারকে বন্ধ করতে বলি দূর্নীতি, মাদক, লুটপাটকারী, ক্ষমতার অপব্যবহারকারী, নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে সকল অভিযান।

আমার এই লেখায় কেউ ক্ষুব্ধ হলে আমি আন্তরিকভাবে দু:খিত। সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি রয়েছে আমার শ্রদ্ধাবোধ, স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতি রয়েছে অপরীসিম ঘৃনা। কিন্তু আজ সময় হলো কোটি কোটি ৭১ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি অর্থনৈতিক শক্তভিত্তির রাস্ট্র ব্যবস্থার নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠা করা। তাই আজ দূর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধের সংগ্রামকেই আমাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। একটি যুদ্ধ ক্ষেত্রের সমাপ্তি টেনে না হয় আমরা পরাজিত ঘাতকদের বিষয়ে আরো একবার সিদ্ধান্ত নেবো, যে সিদ্ধান্ত নিতে অসফল হয়েছিলেন অতীতের সরকারগুলো।

লেখক শেখ মহিউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশে লিবারেল রাজনীতির জনক,
ইন্সটিটিউট অব লিবারেল ডেমোক্রেসী- আই,এল,ডি'র চেয়ারম্যান। বর্তমানে ইউরোপ প্রবাসী ।